যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ. ডি. (কলা) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত সংক্ষিপ্তসার।

গবেষণার বিষয়

বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ

গবেষক

শংকর বর্মন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. চন্দ্রাণী ব্যানার্জী মুখার্জী

সহযোগী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

ও

ড. অমিত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২২

ভূমিকা

ইংরেজি 'Intellectual Society' শব্দ দুটির বাংলা অর্থ হল 'বিদ্বৎ সমাজ'। কিন্তু এই 'বিদ্বৎ সমাজ' শব্দ দুটি ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে নতুন কোনও বিষয় নয়। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের বিদ্বজ্জনদের অক্ষয় কীর্তি বিশ্বের ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছে। ভারতও সেক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সেই প্রাচীন কালের 'বিদ্বৎ সমাজ' আর এই গবেষণামূলক কাজের 'বিদ্বৎ সমাজ' এর উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী এক নয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে কি সেই পার্থক্য যা ঔপনিবেশিক পর্ব এবং উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বের 'বিদ্বৎ সমাজ' এর সঙ্গে প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বের 'বিদ্বৎ সমাজ' এর মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি করেছে ? প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে আমাদের দেশে 'বিদ্বৎ সমাজ' মূলত রাজার অধীনে থেকে রাজদরবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ফলে সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তন ও মননের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনোই স্বাধীন বা মুক্ত ছিলেন না। সব সময় তাঁদের রাজদরবারের অনুমতি নিয়ে অথবা ভালো-মন্দ কোনও কিছুর বিবেচনা না করে রাজার পক্ষ নিয়ে কাজ করতে হত। অর্থাৎ প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বের বিদ্বজ্জনেরা কখনোই মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনতা নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতে যে 'বিদ্বৎ সমাজ' এর উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়েছিল তাঁরা ইউরোপীয় নবজাগরণের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হয়ে সব কিছুকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন। আর এই ইউরোপীয় নবজাগরণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হয়ে ঔপনিবেশিক পর্বে উনিশ শতকে 'বিদ্বৎ সমাজ' এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সব থেকে বেশি পরিলক্ষিত হয় বাংলার রাজধানী কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে।

তবে কলকাতার মত এত ব্যাপক না হলেও বিশ শতকে বাংলার উত্তরাঞ্চলও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তবে এখানে একটি বিষয় বলে নেওয়াই ভালো যে এই গবেষণাকর্মে মূলত বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে 'বিদ্বৎ সমাজ'-এর উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়ার জন্য একটু আধটু উনিশ শতকের শেষ দিকের কথা চলেই আসবে। কিন্তু কলকাতা থেকে এত দূরে বাংলার উত্তরাঞ্চলে কিভাবে এবং কাদের উদ্যোগে মফঃস্বল কেন্দ্রিক 'বিদ্বৎ সমাজ' এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল সে প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খায়। উত্তরবঙ্গে বিশ শতকে এক ধরণের মফঃস্বল কেন্দ্রিক 'বিদ্বৎ সমাজ' এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলেও তা বরাবরেই চর্চার বাইরে ছিল। এবং সামগ্রিক ভাবে এই বিষয়ের ওপর চর্চা করার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউ কখনও আগ্রহ দেখায় নি। অর্থাৎ অনেকে হয়তো ভাবতেই পারেন নি যে কলকাতা

থেকে এত দূরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গে 'বিদ্বৎ সমাজ' গড়ে ওঠা সম্ভব। অথচ প্রখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকার বিহারের মুজাফফরপুরে আয়োজিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর সভাপতি ভাষণে বলেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রাজধানী কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা কিভাবে মফঃস্বল শহরগুলিতে চিন্তাচেতনার জগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তার চর্চা ও অনুশীলন প্রয়োজন। সুতরাং সে কারণেই বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠা বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই দশকের বাংলার বিদ্বৎ সমাজকে নিয়ে পুরোপুরি না হলেও আংশিক ভাবে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন *সাহিত্য সম্মেলনের ইতিবৃত্ত ১৩০০-১৩৩০* (অমরনাথ করণ, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৪), *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার প্রথম বাতিঘর ১৩১২-১৩৪৮* (ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, ২০১২), *রাজশাহীর ইতিহাস [১ম ও ২য় খণ্ড],* কাজী মোহাম্মদ মিছের (ড. তসিকুল ইসলাম মুখবদ্ধ ও সম্পাদনা, গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, ২য় প্রকাশ ২০১৪), *রংপুরের ইতিহাস [১৬৮৭-১৯৪৭]* (ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, ২০১২) *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ঃ জীবন ও সাধনা* (শ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৯৮৪), *The work of the Kamarupa Anusandhan Samiti* (C.N. Sarma (ed.) Guwahati, 1920) *উত্তরবঙ্গ নামের সন্ধানে* (ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০০৬), *উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন ষষ্ঠ অধিবেশন কার্য্য-বিবরণ,* দিনাজপুর (প্রকাশকঃ যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৩২৪), *Glimpses of Museums: The West Bengal Scenario* (Swapna Banerjee, Punthi Pustak, Kolkata, 2006), *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস প্রথম পর্ব ১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ* (মদনমোহন কুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮১), *উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ইতিহাস* (অপরেশ লাহিড়ী, বইওয়ালা, কলকাতা, ২০০৫), *বরেন্দ্র প্রতিভা [রাজনীতি ও সমাজ সেবক]* (এম. এস. আবদুল লতিফ, গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, ২০১০), *The development of tea industry in the district of Jalpaiguri 1869-1968* (B.C. Ghosh, Newman's printers, Calcutta, 1970), *ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার [ভারতীয় সংস্কৃতির নয়া ব্যাখ্যা]* (হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০১), *তেভাগা আন্দোলন* (ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন, ২০১৭), *Fifty*

Years of National Education The Story of An Experiment 1906-1956 (Dr. Amitabha Mukherjee, National Council of Education, Bengal, March, 1992), *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ কিছু পোস্ট মডার্ণ ভাবনা* (প্রদীপ বসু, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনমুদ্রণ ২০১২), *The Origins of The National Education Movement 1905-1910* (Haridas Mukherjee, and Uma Mukherjee, The National Council of Education, Bengal, Kolkata, 3rd Edition 2019), *স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহের অবদান* (ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত, স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহ গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি, মালদা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ), *Contested Regionalism: A New Look on the History, Cultural, Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam* (Rup Kumar Barman, Abhijeet Publications, Delhi, 2007), *Uttarakhanda Issues and challenges* (P.C. Joshi, Har Anand Publications, New Delhi, 1995), *বিদ্রোহ ও আন্দোলনের উত্তরবঙ্গ* (কমলেশ গোস্বামী সম্পাদিত, প্রিয়া বুক হাউস, কলকাতা, ১৪২০), *Socio-Political Movement in North Bengal a Sub Himalayan Tract* [Vol-1 & 2] (Sukhbilas Barma (ed.), Global Vision Publishing House, New Delhi, 2007) এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটিতেও বিশ শতকে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না, যা পাওয়া গিয়েছে তা হল আংশিক বা একটি নির্দিষ্ট বিদ্বৎ সভা, সমিতি ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বিদ্বজ্জনদের কার্যকলাপ।

গবেষক তার গবেষণামূলক কাজের সময়সীমা পুরো বিশ শতককে ধরেছে। কিন্তু কেন পুরো বিশ শতককে গবেষণা কর্মের সময়সীমা হিসেবে ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক? কারণ বিশ শতকের প্রথম দশকে ১৯০৫ সালে ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ’ প্রতিষ্ঠার ফলে উত্তরবঙ্গে যে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয় তাতে সাক্ষী ছিল একাধিক জমিদার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একাংশ। তাঁরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের পরবর্তীকালে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে গড়ে ওঠা বিদ্বৎ সভা, সমিতি ও বিদ্বৎ সমাজের ওপর একধরণের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এবং সামগ্রিক ভাবে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার পরিবর্তে সীমিত আকারে জেলা বা ব্লক স্তরের আলোচনা চলতে থাকে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের

জনজীবনে কিছু পুরোনো সমস্যার সঙ্গে দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে প্রচুর উদ্বাস্তুর আগমনের ফলে হঠাৎ করে জনবিস্ফোরণ, সরকারি ভূমিরাজস্ব নীতি, আর্থিক অনুন্নয়ন প্রভৃতি নিত্যনতুন সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় এই পর্বের বিদ্বজ্জনদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন ঘটে। যা বিভিন্ন আঞ্চলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। উত্তরবঙ্গের মাটিতে এখনও পর্যন্ত এরকম যে সব সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক সংগঠনটি হল ১৯৯৮ সালে কোচবিহার জেলার ভেটাগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন'। যেহেতু এই রাজনৈতিক সংগঠনটি একেবারে বিশ শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে জন্য আমি আমার গবেষণাকর্মের বিষয়ের বিস্তৃতি পুরো বিশ শতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

তবে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলে নেওয়াই ভালো যে, যেহেতু গবেষণার সময়সীমা পুরো বিশ শতককে ধরা হয়েছে, সেজন্যই গবেষণার সময়সীমার মধ্যে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর পর্ব উভয়েই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু গবেষণাকর্মে ভারতে অবস্থিত সমগ্র উত্তরবঙ্গ বলতে যে অঞ্চলটি ধরা হয়েছে, সময় বিশেষে তারও পরিবর্তন ঘটছে। কারণ দেশবিভাগের পূর্বে অর্থাৎ প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত আটটি জেলা (রংপুর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদা ও দার্জিলিং), দেশীয় রাজ্য কোচবিহার, নিম্ন আসামের কিছু অংশ এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একাংশ নিয়ে যে বৃহৎ উত্তরবঙ্গের ধারণা ছিল, দেশভাগের ফলে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর পর্বে রংপুর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী জেলার সমগ্র অংশ এবং মালদা, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যাওয়ায় ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গের সীমারেখার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে যে জেলাগুলি (মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও দেশীয় রাজ্য কোচবিহার বর্তমান কোচবিহার জেলা) ভারতের মূল ভূখন্ড তথা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয় সেগুলি বর্তমান ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। অর্থাৎ এই গবেষণামূলক কাজে পুরো বিশ শতকে যাকে ভারতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ বলে ধরা হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরপর্বে তা অনেকটাই সংকোচিত হয়েছে। কারণ যেহেতু এই গবেষণামূলক কাজে সমগ্র বিশ শতকে ভারতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গকে আলোচনার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে ধরা হয়েছে। সেজন্য এই গবেষণাকর্মে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝায়

রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলা, দেশীয় রাজ্য কোচবিহার, নিম্ন আসামের কিছু অংশ ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ এবং স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বর্তমান ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝায় জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর (বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর), মালদা, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলা যা আমার গবেষণার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত।

আমি আমার গবেষণায় যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছি সেগুলি হল-

১) ঔপনিবেশিক শিক্ষা উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটাতে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

২) উত্তরবঙ্গীয় সাংস্কৃতিক চিন্তাচেতনার বিকাশে বিদ্বজ্জনদের ভূমিকা কি ছিল?

৩) উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন বিদ্বৎ সভা-সমিতির গঠন এবং নিত্যনতুন বিদ্বজ্জনদের উদ্ভবের পিছনে কার কি অবদান ছিল?

৪) বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই অঞ্চলে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কিরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল?

৫) ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সমাজ ও সভা-সমিতির ওপর দেশভাগের প্রভাব কতখানি ছিল?

৬) স্বাধীনতা উত্তরপর্বে নতুন বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল?

৭) প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বিদ্বজ্জনদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

আমি আমার গবেষণাকর্মে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন সংগঠনের মুখপত্র, রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইস্তেহার, দলিল, পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথিপত্র, চিঠিপত্র, বিভিন্ন সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণ, সংবাদ পত্রের রিপোর্ট, বিভিন্ন স্মারকলিপি, সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বিভিন্ন দৃশ্যমান উপাদান, ইন্টারনেটার বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করেছি। এছাড়াও প্রাথমিক উপাদান হিসেবে দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষেত্র সমীক্ষা ও গবেষণা কর্ম সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এই সব প্রাথমিক তথ্যসূত্র ছাড়াও আমি আমার গবেষণায় সহায়ক উপাদান হিসেবে একাধিক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ, ম্যাগাজিন ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছি। এই সব তথ্যসূত্র পরে সংযোজিত হয়েছে।

আমি আমার গবেষণাকর্মে পাঁচটি অধ্যায়ের সংযোজন করেছি।

১) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ শতকে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সীমান্ত সমস্যা।

২) বিশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও তাঁদের ভূমিকা।

৩) উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় গঠিত বিদ্বৎ সভাগুলির উদ্দেশ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

৪) স্বাধীনতা উত্তরপর্বে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সভা, সমিতি ও সমাজের ওপর দেশভাগের প্রভাব।

৫) বিশ শতকে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা।

১) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ শতকে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সীমান্ত সমস্যাঃ

এই গবেষণামূলক কাজের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ শতকে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সীমান্ত সমস্যা। কারণ যেহেতু আমার গবেষণার ক্ষেত্র পুরো বিশ শতকের ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গকে ধরা হয়েছে। সে কারণেই বিশ শতকে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকে এর ভৌগোলিক অবস্থান জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা না হলে উত্তরবঙ্গ বলতে ঠিক কোন অঞ্চলটিকে বোঝায় সে বিষয়ে একটি অস্পষ্ট ধারণা থেকে যাবে। কারণ বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে একটি সব থেকে বড় ঘটনা হল স্বাধীনতা লাভ ও সেই সঙ্গে ভারত বিভাগ। যার প্রত্যক্ষ আঁচ লেগেছিল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রেও। দেশবিভাগের প্রাক্কালে উত্তরবঙ্গ বলতে যে অঞ্চলটি বোঝাত তা হল রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলা (রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও দার্জিলিং), দেশীয় রাজ্য

কোচবিহার, নিম্ন আসামের কিছু অংশ ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একাংশ যা একসঙ্গে বৃহৎ উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় 'র‍্যাডক্লিফ কমিশন' এর চূড়ান্ত ব্যর্থতা বা অদূরদর্শিতার ফলে উত্তরের জেলাগুলি এমন ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার ফলে ভারতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ তিনটি খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তার আয়তনও অত্যন্ত ছোট হয়ে পড়ে। এই পর্বে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝায় মালদা, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ, দার্জিলিং জেলার পুরো অংশ এবং দেশীয় রাজ্য কোচবিহার (বর্তমান কোচবিহার জেলা)।

আমি এই অধ্যায়ে পুরো বিশ শতকের ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গ বলতে কোন কোন অঞ্চলকে বোঝায় তার একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর কিসের ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে ভাগ করা হয়েছিল তাও এখানে দেখানো হয়েছে। সীমানা বণ্টনের ক্ষেত্রে 'র‍্যাডক্লিফ কমিশন' এর কি ভূমিকা ছিল এবং তা থেকে কি ধরণের সীমান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কেও একটি ধারণা দিয়েছি।

২) বিশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও তাঁদের ভূমিকাঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গে কিভাবে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব হয়েছিল এবং তাঁদের ভূমিকাই বা কি ছিল সে ব্যাপারে একটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর কে বা কারা উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ঘটাতে সাহায্য করেছিল সে সম্পর্কেও একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎসভা, সমিতি ও সংস্থাগুলি স্থাপনে যাদের (যেমন জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়) ভূমিকা অনস্বীকার্য তাঁদের অবদান সম্পর্কেও একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। তবে যারা এই সব বিদ্বৎসভা, সমিতি ও সংস্থাগুলি স্থাপনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা তো আর এমনই এমনই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন নি, নিশ্চয় এর পিছনে কোনও না কোনও কারণ বিদ্যমান ছিল যা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কারণ এই অঞ্চলের সংস্কৃতি পরায়ণ জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভালো ভাবেই জানতেন যে যদি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বরাবরেই উপেক্ষিত থাকে, তাহলে কখনোই একদিকে যেমন এই অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার হবে না, অন্যদিকে তেমনই এই অঞ্চলের নব শিক্ষিতদের

মধ্যে সৃজনশীল মানসিকতারও বিকাশ সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমার্ধে কিভাবে উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব হয়েছিল ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩) উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় গঠিত বিদ্বৎ সভাগুলির উদ্দেশ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় গঠিত বিদ্বৎসভাগুলির উদ্দেশ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি পরায়ণ জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যে সমস্ত বিদ্বৎসভাগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। কারণ কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া কখনও কোনও সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং এই সব বিদ্বৎসভা ও সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কি উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সমস্ত বিদ্বৎসভা বিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে মূলত ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ’ (১৯০৫ সাল) ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এর স্বপ্নের ‘বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি’ (১৯১০ সাল) প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যখন সেগুলি তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনেকটাই এগিয়ে যায় এবং বিদ্বৎসভার কর্মকর্তারা বহু পরিশ্রম করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এমন কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান সমূহ পুনরুদ্ধার করে, যার ফলে কলকাতা ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ ও ‘দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি’র সঙ্গে এক ধরণের মতবিরোধ দেখা দেয়, যা ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি করে। যে সব কারণে এই সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং এই অধ্যায়ে আমি বিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত বিদ্বৎসভাগুলির উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কেন উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠা বিদ্বৎসভাগুলির সঙ্গে কলকাতা ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ ও ‘বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি’র বিরোধ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণানা এই অধ্যায়ে দিয়েছি। এছাড়াও এই সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে কলকাতা কেন্দ্রিক বিদ্বজ্জনদের উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে

উদাসীনতা এবং সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নব উদ্ভূত বিদ্বজ্জনদের সেগুলিকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলার মানসিকতারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

৪) স্বাধীনতা উত্তরপর্বে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সভা, সমিতি ও সমাজের ওপর দেশভাগের প্রভাবঃ

চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতা উত্তরপর্বে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎসভা-সমিতি ও বিদ্বজ্জনদের ওপর দেশভাগের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেশভাগের অভিশাপ যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিল তা নয়, এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগতেও তার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু কি ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল এখানে তা দেখানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গে দেশভাগের পর আর এতবড় কোনও সংস্কৃতি চর্চা ও অনুশীলনের কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি। তবে কেন গড়ে ওঠে নি তার ব্যাখ্যাও এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এখানেই শেষ নয় ওই দুটি বিদ্বৎসভার সঙ্গে জড়িত বিদ্বজ্জনদের কর্মকান্ডের দ্বারা যে বিখ্যাত সংগ্রহশালা দুটি (রঙ্গপুর সংগ্রহশালা ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর) গড়ে উঠেছিল সেগুলিও পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় দেশভাগের পর আর কোনও এতবড় সংগ্রহশালাও বর্তমান ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি বা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে সব ছোট ছোট সংগ্রহশালা স্বাধীনতা উত্তরপর্বে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছিল সেগুলির উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও দেশভাগের পর 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' এর অন্যতম অঙ্গ সংগঠন 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এর মত একসঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবে এরকম কোনও সম্মেলনও আয়োজিত হয় নি। তবে কেন এরকম ঘটনা ঘটেছিল তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণানা করা হয়েছে। এই দেশভাগের প্রভাব যে শুধুমাত্র বিদ্বৎসভা-সমিতিগুলির ওপরই পড়েছিল তা নয়, এর প্রভাব উত্তরবঙ্গের বিদ্বজ্জনদের চিন্তাভাবনার ওপরেও পড়েছিল। এই সময় উত্তরবঙ্গের বিদ্বজ্জনেরা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র মত এত বড় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট না হলেও অনেক ছোট ছোট সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, যা একত্রে সমগ্র উত্তরবঙ্গীয় সংস্কৃতি চর্চার ধারা বজায় রাখতে না পারলেও জেলা বা ব্লক স্তরের সংস্কৃতি চর্চার ধারা বজায় রেখেছিল। এর পাশাপাশি

ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে নব শিক্ষিত বিদ্বজ্জনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিদেশী শাসকের চোখরাঙানির ভয় না থাকায় তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা ও নাট্যচর্চার বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটিয়েছিল যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫) বিশ শতকে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাঃ

পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ শতকে উত্তরবঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে যে সমস্ত বিদ্বৎসভা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়েছিল এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে যে বিদ্বজ্জনদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল তাঁরা শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা এবং অনুশীলনের মধ্যেই তাঁদের কর্মকান্ড বা চিন্তাভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এর পাশাপাশি তাঁরা প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে বিদেশী সরকারের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাদেশীকতাবোধ ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগ্রত করে ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে তাদের সামিল করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত ঔপনিবেশিক সরকারের ভিত কাঁপিয়ে তোলার জন্য এখানকার বিদ্বজ্জনেরাও চিন্তাভাবনার দিক থেকে কোনও ভাবেই পিছিয়ে ছিলেন না। এছাড়াও এই পর্বে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী বিদ্বজ্জনেরা উত্তরবঙ্গের অসংগঠিত চা শ্রমিক ও আধিয়ার ভাগচাষিদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে অত্যন্ত সুকৌশলে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। এবং পুরোপুরি না হলেও অনেক ক্ষেত্রে সে বিষয়ে সাফল্যও লাভ করেছিলেন। এই হল প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গের রাজনীতি সচেতন বিদ্বজ্জনদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরপর্বে দেশভাগের ফলে জনবিস্ফোরণ, ভূমিসংস্কার আইন, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন প্রভৃতির জন্য হঠাৎ করে যে সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয় তা উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের জীবনযাপনকে অনেকটাই ছন্দহীন করে তোলে এবং আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়তে পড়তে তাদের মনে একধরণের ক্ষোভ দানা বাঁধে, যা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এই বিষয়ে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তাঁরা বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে আন্দোলনের নেতৃত্বও

দান করেছিলেন। যা কখনও কখনও আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দিয়েছিল। তবে স্বাধীনতা উত্তরপর্বে এই অঞ্চলের বিদ্বজ্জনদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র এখানেই শেষ নয়, প্রাক্স্বাধীনতা পর্ব থেকে চলে আসা চা শ্রমিক ও আধিয়ার কৃষকদের কিছু কিছু সমস্যা দেশভাগের পরেও থেকে যায়, যার চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায় নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। দেশবিভাগ উত্তরপর্বে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতি সচেতন বিদ্বজ্জনেরা কৃষক ও চা শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করেছিলেন। এবং সে ক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এই পর্বে রাজনীতি সচেতন কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী বিদ্বজ্জনদের চরিত্রের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার

সামগ্রিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমার এই গবেষণাকর্মে যে বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত ও উল্লেখিত হয়েছে সেগুলি হল-

১) বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদাগুলির মাধ্যমে বিশ শতকে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও তাঁদের চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া গিয়েছে।

২) বিশ শতকের প্রথমার্ধে পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগে কিভাবে বিদ্বৎ সভাগুলি উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার একটি সামগ্রিক চিত্র বর্ণানা করা সম্ভব হয়েছে।

৩) উত্তরবঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সে সময়ের কলকাতা কেন্দ্রিক বিদ্বজ্জনদের একটি নেতিবাচক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪) বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই অঞ্চলের বিদ্বৎ সভাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিদ্বজ্জনদের নানাবিধ কার্যকলাপের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার যে একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তার সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

৫) এই দশকের প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা উত্তরবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে যে একটি পার্থক্য ছিল সে সম্পর্কে জানা যায়।

৬) বিশ শতকের প্রথমার্ধে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠার পর উত্তরবঙ্গের নানা অজানা মূল্যবান ইতিহাস পুনরুদ্ধার হওয়ায় উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যে এক ধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

৭) এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অবগত হওয়ার ফলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনে যে এক ধরণের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও স্বাদেশীকতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

৮) সারা দেশের মত প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি এই অঞ্চলের বিদ্বজ্জনেদের ঔপনিবেশিক সরকারের শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়।

৯) স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বিশ শতকের প্রথমার্ধে গড়ে ওঠা বিদ্বৎসভা-সমিতি ও বিদ্বজ্জনদের চিন্তাচেতনার ওপর দেশ ভাগের প্রভাব কেমন ছিল তার একটি সামগ্রিক চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

১০) স্বাধীনতা উত্তরপর্বে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' এর অন্যতম অঙ্গ সংগঠন 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এর মত এত বড় কোনও সম্মেলন কেন এই অঞ্চলে আয়োজিত হয় নি তার ধারণা পাওয়া যায়। এর পরিবর্তে জেলা বা ব্লক স্তরের যে কতগুলি ছোট ছোট সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল তার চিত্র ফুটে উঠেছে।

১১) দেশবিভাগ উত্তর পর্বে ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গে 'রঙ্গপুর সংগ্রহশালা' ও 'বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর' এর মত এত বড় বড় সংগ্রহশালা গড়ে না উঠলেও সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন সংগ্রহশালা গড়ে ওঠায় এই অঞ্চলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের মনে যে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তার ধারণা পাওয়া যায়।

১২) প্রাক্‌ স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনতা উত্তরপর্বে উত্তরবঙ্গের নানা জেলা থেকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখা বিদ্বজ্জনদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির বিষয়বস্তুর বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর এই পরিবর্তনের মূলেই ছিল উত্তরবঙ্গের বিদ্বজ্জনদের চিন্তাভাবনার ওপর দেশভাগের প্রভাব। কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে সমগ্র দেশবাসী মুক্তি পাওয়ায় বিদেশী সরকারের চোখ রাঙানির ভয় না থাকায় অবক্ষিত ও শোষণ মূলক সমাজের প্রকৃত চিত্র বিদ্বজ্জনেরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র পত্র পত্রপত্রিকায় তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু যেটি প্রাক্‌ স্বাধীনতাপর্বে বিদেশী সরকারের

চোখ রাঙানির ভয়ে সব সময় সম্ভব হত না। যার সামগ্রিক চিত্র এই গবেষণাকর্মে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

১৩) নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গের বিদ্বজ্জনদের চিন্তাভাবনার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। কারণ এই শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বিদ্বজ্জনেরা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে শুধুমাত্র পৌরাণিক, ভক্তিমূলক ও ঐতিহাসিক নাটক প্রযোজনা এবং মঞ্চস্থ করার ওপরই তাঁদের কর্মকান্ড বা চিন্তাভাবনা সীমাবদ্ধ রাখতেন। যার ফলে সমাজের প্রকৃত শোষণ-বঞ্চনা, ব্যাথা-বেদনা ও দুঃখ-দুর্দশাকে উপেক্ষা করা হত। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিদেশী সরকারেরে অবসান ঘটায় এই পর্বের বিদ্বজ্জনেরা উপরোক্ত বিষয়ে নাট্যচর্চার পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর নাট্যচর্চায় বেশি জোর দেওয়ায় সাধারণ জনগণের সামনে অবক্ষিত সমাজের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের নিজেদের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিলেন, যা এই গবেষণা কর্মে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪) প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমার্ধে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও 'বরেন্দ্র গবেষাণা জাদুঘর' কে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তার কিভাবে অবসান ঘটেছিল সে সম্পর্কেও একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৫) দেশভাগের পররবর্তীকালে চা শ্রমিক ও কৃষক সমস্যার মত কিছু কিছু পুরোনো সমস্যার সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন, সরকারি ভূমি সংস্কার নীতি ইত্যাদির ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে ও স্থানীয় ভূমি পুত্রদের মধ্যে শিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে আঞ্চলিকতাবাদ নিয়েও এই পর্বের বিদ্বজ্জনদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১৬) পরিশেষে বলা যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় বিদ্বজ্জনদের নানাবিধ কর্মকান্ড এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা যে চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন তার একটি সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে দেশভাগ উক্ত বিষয়ের ওপর কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তার চিত্রও এই গবেষণাকর্মে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

নির্বাচিত উপাদান ও গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদানঃ

সরকারি-বেসরকারি রেকর্ডস্ ও পাবলিকেশনস্:

Annual report of Varendra Research Society for the year 1926-27.

Annual report of Varendra Research Society for the year 1930-31.

Annual report of Varendra Research Society for the year ending 31st march, 1949.

Arbuthnot, J.C.: *Report on the conditions of Tea Garden Labour in the Dooars of Bengal, in Madras and Ceylon,* Assam Government Press, Shilong, 1904.

Bari, K.G.M. (ed.): *Bangladesh District Gazetteers Bogra,* Bangladesh Government Press, Dacca, 1979.

Census of India, 1931, Vol.- V, Part-I.

Census of India, 1941, Part-II.

Census Report- Bengal, 1941.

Census of India, 1951, 1961.

De, Barun & et-al: *West Bengal District Gazetters: Jalpaiguri,* Calcutta, 1981.

DPA (Duars Planters' Association) Report for 1917.

DPA report for 1921.

Education Gazetters, Govt. of West Bengal, 1941.

Grunning, J.F.: *Bengal District Gazetteers: Jalpaiguri,* Allahabad, 1911.

Hunter, W.W.: *A Statistical Account of Bengal,* Vol.-X, Trubner & Co., London, 1876.

Sengupta, J.C.: *West Bengal District Gazetters: West Dinajpur,* Govt. of West Bengal, Calcutta-I, 1965.

-----------------: *West Bengal District Gazetteers: Malda,* Calcutta, 1969.

Siddiqui, Dr. Ashraf (ed.): *Bangladesh District Gazetteers Rajshahi,* Bangladesh Government Press, Dacca, 1976.

Strong, F.W.: *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Dinajpur,* Allahabad, 1992.

Sunder, D.H.E.: *Final Report on the Survey and Settlement of the Western Duars in the District of Jalpaiguri, 1989-1895,* The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1895.

The Presidencial Address of Varendra Research Society's Annual General Meeting, July, 1930.

The report of the Kamarupa Anusandhan Samiti, 1916-17.

মৌলিক পত্র-পত্রিকাঃ

বাংলা-

উত্তরবঙ্গ, সাপ্তাহিক, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৫।

গৌড়দূত, ১৭ মে, ১৯৪৫ ও ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৫।

ঘোষাল শ্রীশরচ্চন্দ্র ও বিশ্বাস শ্রীজানকীবল্লভ: *কোচবিহার দর্পণ,* ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কোচবিহার স্টেট প্রেস, কোচবিহার, আগস্ট, ১৯৩৮।

ত্রিস্রোতা, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১; ২ আগস্ট, ১৯৩১ ও ২৪ মে, ১৯৩১।

দেশব্রতী, ১৭ অক্টোবর, ১৯৬৮।

বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ও শ্রাবণ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

বসু, শ্রীকেশবলাল (সম্পা.): *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ত্রৈমাসিক, ১৯শ ভাগ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর, ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

বাগচী, শ্রীকালীপদ (সম্পা.): *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ত্রৈমাসিক, ১৬শ ভাগ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১ম খন্ড, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৩।

রায়চৌধুরী, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র (সম্পা.): *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ত্রৈমাসিক, ১৭শ-১৮শ ভাগ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর, ১৩৩৭ ও ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

লাহিড়ী, শ্রীভবানীপ্রসন্ন (সম্পা.): *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ত্রৈমাসিক, ৮ম-১৩শ ভাগ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর, ১৩২০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

সরকার, শ্রীপঞ্চানন (সম্পা.): *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ত্রৈমাসিক, ১ম-৭ম ভাগ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়, রঙ্গপুর , ১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

সেন, শ্রীনগেন্দ্রনাথ (সম্পা.): *রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ত্রৈমাসিক, ১৪শ-১৫শ ভাগ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর, ১৩৩১ ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

ইংরেজি-

Ghosh, A. (ed.): *Indian Archaeology 1961-62, A Review,* Archaeological Survey of India, New Delhi, 1964.

Ghosh, A. (ed.): *Indian Archaeology 1962-63, A Review,* Archaeological Survey of India, New Delhi, 1965.

Maulik, Nalinesh & Sanyal, Ashutosh (ed.): *The Rajashahi College Magazine,* Vol. XXI, No. II, Rajshahi, March, 1932.

Rai, K. L. Barua Bahadur (ed.): *The Journal of the Assam Research Society (Kamarupa Anusandhan Samiti),* Vol. I, No. I, Kamapura Anusandhan Samiti, Gauhati, April, 1933.

--------------------------: *The Journal of the Assam Research Society (Kamarupa Anusandhan Samiti),* Vol. IV, No. 1, Kamapura Anusandhan Samiti, Gauhati, April, 1936.

--------------------------: *The Journal of the Assam Research Society (Kamarupa Anusandhan Samiti),* Vol. VI, No. 2, Kamapura Anusandhan Samiti, Gauhati, July, 1938.

The Statesman, 30 January, 1920.

University of Calcutta, The Calendar for the years 1902, Baptist Mission Press, Calcutta, 1902.

University of Calcutta, The Calendar for the years 1924 & 1925, Published by Calcutta University, 1925.

University of Calcutta, The Calendar 1931, Published by Calcutta University, May, 1931.

University of Calcutta, The Calendar for the years 1934, Published by Calcutta University, May, 1934.

University of Calcutta, The Calendar for the years 1936, Published by Calcutta University, June, 1936.

Varendra Research Society's Monographs, No. 5, Varendra Research Society, Rajshahi, March, 1934.

মিনিটস্/ প্রোসিডিংস্/ লেটার্স/ মেমোরেন্ডামস্/ লিফলেটস্/ সুভেনিয়ার:

বাংলা-

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, চতুর্থ অধিবেশন, কার্য্যবিবরণ, ১ম ও ২য় ভাগ, মালদহ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, পঞ্চম অধিবেশন, কার্য্য-বিবরণ, কামাখ্যাধাম, প্রকাশক: শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সদ্য-পুস্করিণী, রঙ্গপুর, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন ষষ্ট অধিবেশন কার্য্য-বিবরণ (দিনাজপুর), প্রকাশক: শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৩২৪।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন সপ্তম অধিবেশন কার্য্যবিবরণ, পাবনা, প্রকাশক: শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

ইংরেজি-

Kamtapur Peoples Party, 1997; Copy of Charter of Demands on 11 points placed before Hon'ble Prime Minister Sri Indra Kumar Gujral, Government of India, New Delhi, Collected from Sadar Office, Chila Ray Bhawan, Kadamtala, Dairy K.P.P.

Leaflet of U.K.D., Dated: 22. 06. 1980.

Letter of Secretary G.C.P.A. to the Chief Commissioner (DM), Cooch Behar, Dated: 16. 08. 2001.

Letter of Secretary G.C.P.A. to the District Magistrate of Cooch Behar, Dated: 25 .05. 2002.

Memorandum, Submitted to the Prime Minister of India by the U.K.D., Dated: 24 August, 1981.

Memorandum, Submitted by the G.C.P.A. to the Home Minister of India, Dated 06.12.2000.

Minutes of proceedings of the B.K.R.K.M. (Bharatiya Koch Rajbanshi Kshatriya Mahasabha) held at Helakura, Dhubri on 16-17 February, 1984.

Proceeding of U.K.D., No. 5 conference, Dhupguri, Dated: 10. 08. 1969.

Souvenir of the G.C.P.A., Published by the block committee of the G.C.P.A., Date 21.11.2004.

সাক্ষাৎকার

অক্ষয় ঠাকুর, প্রাক্তন বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ (ইং-১৭. ০৯. ২০১৭)।

অনুপ চৌধুরী, প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, মাথাভাঙ্গা মহাবিদ্যালয় (ইং- ০৫. ০৭. ২০১৮)।

অভিজিৎ মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক, শিলিগুড়ি কলেজ/ চারু মজুমদারের পুত্র (ইং- ১৫. ১০. ২০২০)।

আনন্দগোপাল ঘোষ, অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (ইং- ১২. ০৮. ২০১৭)।

আবদুস সালাম, সহযোগী অধ্যাপক, গভার্ণমেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মালদা (ইং- ২৬. ০৬. ২০১৮)।

উপেন্দ্রনাথ বর্মন, সহযোগী অধ্যাপক, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার (ইং- ২৩. ০৩. ২০২১)।

গিরীন্দ্র নাথ বর্মন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, কোচবিহার (ইং- ১৪. ০১. ২০১৭)।

গীতিময় রায়, কবি ও অধ্যাপক, রংপুর, বাংলাদেশ (ইং- ১১. ১০. ২০১৯)।

জাফরিন নাহার খন্দকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান, রংপুর কারমাইকেল কলেজ (ইং- ১১. ১০. ২০১৯)।

দীনেশ ডাকুয়া, প্রাক্তন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার (ইং- ১৬. ১২. ২০১৮)।

নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (ইং- ১৮. ০৫. ১০১৯)।

নীলাংশু শেখর দাস, অধ্যক্ষ, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ধূপগুড়ি (১৩. ০৯. ২০১৮)।

নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী হাই স্কুল, কোচবিহার (ইং- ০৮. ০১. ২০১৭)।

পার্থ দত্ত, সহকারী অধ্যাপক, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয় (ইং- ১৯. ০৬. ২০১৮)।

প্রদীপ বর্মন, লালমণির হাট জেলার বাসিন্দা, বাংলাদেশ (ইং- ১২. ১০. ২০১৯)।

বংশীবদন বর্মন, গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা (ইং- ১৪. ০২. ২০১৮)।

মহম্মদ মহিউদ্দিন, লাইব্রেরীয়ান, রাজশাহী কলেজ, বাংলাদেশ (ইং- ০৯. ১০. ২০১৯)।

সাদেকুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা (ইং- ০৯. ১০. ২০১৯)।

সুখবিলাস বর্মা, প্রাক্তন আই.এ.এস. ও বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ (ইং- ১৮. ০৬. ২০১৭)।

সুবীর কুমার সাহা, লাইব্রেরীয়ান, ওল্ড মালদা বাণীভবন টাউন লাইব্রেরী (ইং- ২৭. ১২. ২০১৮)।

মৌলিক গ্রন্থ (বাংলা ও ইংরেজি)-

ডাকুয়া, দীনেশ: *হিতসাধনী থেকে কামতাপুরী,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৫।

---------------: *যা দেখেছি, যা বুঝেছি,* একুশ শতক, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মে, ২০১৮।

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত,* জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

রায়, অমিত (সংকলিত): *অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ৪র্থ প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৩।

হোড়, সোমনাথ: *তেভাগার ডায়েরী ও চা-বাগিচার কড়চা,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ২০১৬।

Chatterjee, S.P.: *The Partition of Bengal A Geographical Study with Map and Diagrams,* Calcutta Geographical Society, Publication no-8, 1947.

Dozey, E.C.: *A concise history of the Darjeeling district since 1835,* University of Michigan Library, 1st January, 1922.

Mosley, Leonard: *The Last Days of the British Raj,* Jaico Publishing House, Bombay, 1960.

Sarma, C.N. (ed.): *The work of the Kamarupa Anusandhan Samiti,* Guwahati, 1920.

গৌণ উপাদানঃ

বাংলা-

অধিকারী, মাধব চন্দ্র: *রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা,* ১ম খন্ড, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৪।

আনা, আনারুল হক: *রাজশাহীর কথা,* ডেস্কটপ আইটি, রাজশাহী, ১ম সংস্করণ ২০০৪, ৩য় সংস্করণ, ২০১৮।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.): *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।

আলম, মো. জাহাঙ্গীর: *রংপুর বিভাগ ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ,* আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৮।

ইসলাম, নুরুল (সম্পা.): *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ, রংপুর, ১৯৮৬।

উমর, বদরুদ্দীন: *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৭।

ঐতিহ্যে রাজশাহী কলেজ স্মারক গ্রন্থ, রাজশাহী কলেজ, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী, ২০০১।

করণ, অমরনাথ: *সাহিত্য সম্মেলনের ইতিবৃত্ত ১৩০০-১৩৩০,* নবজাতক প্রকাশন, ১৯৯৪।

কুমার, মদনমোহন: *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস প্রথম পর্ব (১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ),* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১।

গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক: *বাংলার চা শিল্প এবং শ্রমিক অবস্থা (ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী),* রক্তকরবী, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১৭।

গোস্বামী, কলমেশ (সম্পা.): *বিদ্রোহ ও আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ,* প্রিয়া বুক হাউস, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

ঘোষ, আনন্দগোপাল: *উত্তরবঙ্গ নামের সন্ধানে,* এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০০৬।

---------------: *স্বাধীনতা ষাটঃ প্রসঙ্গ ছেড়ে আসা মাটি,* সাহিত্য ভগীরথ প্রকাশনী, মাথাভাঙ্গা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

---------------: *জলপাইগুড়ির সাহিত্যালেখ্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* সংবেদন, মালদা, বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

---------------: *আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সময়কাল ও উত্তরকাল এবং অন্যান্য প্রবন্ধ,* সংবেদন, মালদা, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭।

ঘোষ, আনন্দগোপাল (সম্পাদনা ও সংযোজনা): শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন প্রণীত *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি,* সংবেদন, মালদা, ২য় প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০১৫।

ঘোষ, ড. আনন্দগোপাল ও দত্ত, ড. পাপিয়া (সম্পা.): *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ/৩,* সংবেদন, মালদা, ২৫ জুলাই, ২০১৭।

ঘোষ, ড. আনন্দগোপাল ও দাস, ড. নীলাংশু শেখর: *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ/১*, দীপালি পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, এপ্রিল, ২০০৯।

ঘোষ, ড. আনন্দগোপাল ও সাহা, কার্ত্তিক: *১৯৪৭- পরবর্তী উত্তরবঙ্গ/১*, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০১৩।

ঘোষ, দেবব্রত (সম্পা.): *মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৯।

ঘোষ, ড. প্রদ্যোত (সম্পা.): *সার্ধ শতবর্ষে মালদহ জিলা স্কুল ও শিক্ষক শতায়ুস্পর্শী শ্রী মোহিনীমোহন সরকার,* অলোকা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

ঘোষ, বিনয়: *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ,* প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭৩।

ঘোষ, ড. রাধাগোবিন্দ (সম্পা.): *স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহের অবদান,* স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহ গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি, মালদা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, ড. রতন লাল ও খাঁ, সুশান্ত চন্দ্র: *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (১৮৪৮-১৮৫১),* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০২১।

চক্রবর্তী, সুধীর কুমার: *গৌড় পান্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ,* বিশ্বজ্ঞান, কলিকাতা, ১৯৮২।

চট্টোপাধ্যায়, অশোক (সম্পা.): *কাঙাল হরিনাথ,* (জলধর সেন) উবুদশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০ জুলাই, ২০১৭।

চট্টোপাধ্যায়, কুণাল: *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস,* প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।

চট্টোপাধ্যায়, ড. অশোক: *উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন কাঙাল হরিনাথ ও গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* উবুদশ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫, ২য় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২১ জুলাই, ২০১৬।

চাকী, দেবব্রত: *ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গঃ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল,* সোপান, কলকাতা, ২০১১।

---------------(সম্পা.): *নকশালবাড়ি আন্দোলনের ৫০ বছর,* উত্তরপ্রসঙ্গ একটি আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, ১১ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৭।

চৌধুরী, কমল (সংকলিত ও সম্পাদিত): *দার্জিলিঙের ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৬।

চৌধুরী, শ্রী নির্মলচন্দ্র: *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ঃ জীবন ও সাধনা,* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৯৮৪।

দত্ত, অমর (সম্পা): কাঙ্গাল হরিনাথের *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ প্রকাশ, জুলাই, ২০০২।

দাশ, অভিজিৎ (সম্পা.): *গণ আন্দোলনে কোচবিহার,* কপিরাইট হরিপদ রায়, মুদ্রক অ্যালবাট্রাস, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৯।

দাশ, দেবজ্যোতি: *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সূচী,* ১ম-১৯শ ভাগ, ১৩১৩-৪৫ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

দেব, সরোজ (সম্পা.): *শব্দ,* সাহিত্য ও শিল্প ভাবনার ছোট কাগজ, গাইবান্ধা, রংপুর, ২০১৬।

নূরুন্নবী, মো.: *ইতিহাস কথা বলে,* হেদায়েত ডট কম, জানুয়ারি, ২০১৮।

পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ: *ইতিকথায় কোচবিহার,* অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১লা ডিসেম্বর, ২০১১।

পালিত, হরিদাস: *মালদহের রাধেশচন্দ্র,* নর্থ ঈস্ট পাবলিকেশন, মালদহ, ২য় প্রকাশ ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ: *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামঃ রাজা রাজারাম সংগ্রহ সমৃদ্ধ,* আমার রূপসী বাংলা, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ও চট্টোপাধ্যায়, সাধন (সম্পা.): *প্রতিবাদের গল্পঃ নকশালবাড়ি,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯, ২য় সংস্করণ ২০১২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ: *দেশভাগ-দেশত্যাগ,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২য় মুদ্রণ, ২০০৭।

বসাক, কমল: *জেলা মালদহ ও কয়েকজন বরণীয় ব্যক্তিত্ব,* অবকাশ, মালদহ, ১৪২০।

বসু, প্রদীপ: *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ কিছু পোস্ট মডার্ণ ভাবনা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১২।

ভট্টাচার্য, অমিত: *কারাস্মৃতি সত্তরের মশাল,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, দীপায়ন: *বাংলা নাটকের অতীতচারণা,* প্রয়াগ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।

ভাদুড়ী, তন্দ্রিতা ও চন্দ্র, রৌম্য (সম্পা.): *তেভাগা থেকে নকশালবাড়ি জমি বিষয়ক আন্দোলনের দুই মুখ,* রচয়িতা, কলকাতা, ২০১৭।

ভৌমিককুন্ডু, ড. নিবেদিতা: *প্রসঙ্গঃ কাঙ্গাল হরিনাথ ও গ্রামবার্তা প্রকাশিকা,* পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, জুন, ২০১৪।

মন্ডল, মোঃ আশরাফুজ্জামান: *লালমনিরহাট জেলার ইতিহাস,* হক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রংপুর, অক্টোবর, ২০০৭।

মনিরুজ্জামান, ড. মুহম্মদ: *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার প্রথম বাতিঘর (১৩১২-১৩৪৮),* গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, এপ্রিল, ২০১২।

---------------------: *রংপুরের ইতিহাস (১৬৮৭-১৯৪৭),* গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, এপ্রিল, ২০১২।

--------------------: *দিনাজপুরের ইতিহাস,* গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৪।

মিয়াঁ, মুহম্মদ মজিবদ্দিন: *বাংলা গবেষণা পত্রিকা ১৩০১-১৪০১,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

মিশ্র, ড. সমর কুমার: *মালদহ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৭।

মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ: *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও পশ্চিম বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

রংপুর জেলার ইতিহাস, প্রকাশনায় জেলা প্রশাসন, রংপুর, বাংলাদেশ, ৩০ জুন, ২০০০।

রায়, ড. দিলীপ কুমার (সম্পা.): *উত্তরবঙ্গ দর্পণ/২য় খন্ড,* এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

রায়, দেবেশ: *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষোড়শ সংকরণ, ২০১১।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গ [উনিশ ও বিশ শতক],* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০২।

------------: *দিনাজপুর জেলার ইতিহাস,* কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৬।

-------------(সম্পা.): *তেভাগা আন্দোলন,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন, ২০১৭।

রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন: *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৪।

লতিফ, এম. এস. আবদুল: *বরেন্দ্র প্রতিভা (রাজনীতি ও সমাজ সেবক),* গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, এপ্রিল, ২০১০।

লাহিড়ী, অপরেশ: *উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ইতিহাস,* বইওয়ালা, কলকাতা, ২০০৫।

সরকার, শ্যামল চন্দ্র: *প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি,* মিত্রম্, কলকাতা, মে, ২০১৮।

সুফী, মোতাহার হোসেন: *রঙ্গপুরের ইতিহাস,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

সোম, সুস্মিতা: *মালদহ ভাষা-শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি,* সোপান, কলকাতা, ২০১৬।

হক, মু. এনামুল: *রাজশাহীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* গ্রন্থ প্রকাশ, রাজশাহী, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৯।

হাজরা, ড. নীরদবরণ: *বিদ্রোহ বিপ্লব স্বাধীনতা,* মন্ডল এন্ড সন্স, কলকাতা, ১০ অক্টোবর, ১৯৮৫।

ইংরেজি-

Ahmed, Sufia: *Muslim Community in Bangladesh 1884-1912,* Oxford University Press, Dhaka, 1974.

Awasthi, R.C.: *Economics of Tea Industry in India,* United Publishers, Guwahati, 1975.

Bandyopadhyay, Sandip: *Bengal Parttition Battered Background Broken Minds,* Radical Impression, Kolkata, January, 2013.

Banerjee, Swapna: *Glimpses of Museums: The West Bengal Scenario,* Punthi Pustak, Kolkata, 2006.

Banerjee, Tarun Kumar: *The Naxalite Movement Current and Crosscurrents,* Progressive Publishers, Kolkata, 2010.

Barma, Sukhbilas (ed.): *Socio-Political Movement in North Bengal (a Sub Himalayan Tract),* Vol-1 & 2, Global Vision Publishing House, New Delhi, 2007.

Barman, Rup Kumar: *Contested Regionalism: A New Look on the History, Cultural Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam*, Abhijeet Publications, Delhi, 2007.

--------------------: *'Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal',* Abhijeet Publications, New Delhi, 2012.

Basu, Acharya (ed.): *Charu Majumdar Collected Works (1965-1969),* Vol-1, Radical Impression, Kolkata, January, 2012.

-----------------: *Charu Majumdar Collected Works 1970-1972),* Vol-2, Radical Impression, Kolkata, August, 2012.

Basu, Pradip: *Towards Naxalbari (1953-1967): An Account of Inner-Party Ideological Struggle,* Progressive Publoshers, Kolkata, reprint 2012.

Basu, Sajal: *Regional Movements: Politics and Language, Ethnicity-Identity,* Mohohar, New Dilhi, 1992.

Bhattacharya, M.S.: *Studies in Microhistory: Political Movements in some parts of India and Bangladesh 1857-1947,* Indian Institute of Oriental Studies and Research, Kolkata, 2008.

Bhattacharyya, Amit: *Storming The Gates of Heaven The Maoist Movement in India A Critical Study 1972-2014,* Setu Prakashani, Kolkata, 2016.

Bhattacharya, Pranab Kumar: *Akshay Kumar Maitreya Museum: Catalogue Sculptures, Terracotta, Objects, Paintings, Folk arts, Coin etc,* Part-1, University of Noth Bengal, Darjeeling, 1981.

Bhuyan, S.K.: *Studies in the History of Assam,* Omsons Publication, New Delhi, 2nd edition, 1985.

Bhowmik, Sharit: *Class formation in the plantation system,* Peoples Publishing House, New Delhi, 1981.

Bose, Shesadri Prasad: *Colonial India, Predatory State: Emergence of New Social structure in Jalpaiguri District 1865-1947,* Readers Publishers, Kolkata, 2008.

Chnadra, Bipan; Mukherjee, Mridula; Mukherjee, Aditya; Mahajan, Sucheta & Panikkar, K.N.: *India's Struggle For Independence,* Penguin Books, Gurgaon, 1989, Copyright 2016.

Cooper, Adrienne: *Sharecropping and Sharecroppers' Struggle in Bengal 1930-1950,* K.P.Bagchi & Company, Kolkata, 1988.

Damas, Marius: *Approaching Naxalbari, Radical impression,* Calcutta, 5th Edition, 1991.

Dasgupta, Ranjit: *Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947,* Oxord University Press, Delhi, 1992.

Debnath, Dr. Sailen (ed.): *Social and Political Tensions In North Bengal (since 1947),* N. L. Publishers, Shivmandir, Siliguri, 2007.

Ghosh, B.C.: *The development of tea industry in the district of Jalpaiguri 1869-1968,* Newman's printers, Calcutta, 1970.

Ghosh, Suniti Kumar (ed.): *The Historic Turning Point A Liberation Anthology,* Vol-I, Calcutta, 1992.

Ghosh, Tushar Kanti: *Tea Garden of West Bengal,* B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1987.

Islam, Sirajul (ed.): *History of Bangladesh 1704-1971,* Vol. 1, Bangladesh Asiatic Society, Dhaka, 1997.

Joshi, P.C.: *Uttarakhanda Issues and challenges,* Har Anand Publications, New Delhi, 1995.

Lahiri, Ashish & Others: *Naxalbari and after: a Frontier anthology,* Vol. 2, Kathashilpa, Calcutta, 1978.

Lapierre, Dominique and Collins: Larry, *Freedom at midnight,* Vikas Publishing House, 1st reprint 2018.

Majumdar, Asok: *The Tebhaga Movement: Politics of Peasant Protest in Bengal 1946-1950,* Aakar Books, New Delhi, 2011.

Martin, Robert Montgomery: *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India,* Vol. 3 & 5 (R.P.T. 1838), Cosmo Publication, New Delhi, 1976.

Molla, M.K.U.: *The new province of Eastern Bengal and Assam 1905-1911,* Institute of Bangladesh Studies, Rajashahi University, 1981.

Mukherjee, Dr. Amitabha: *Fifty Years of National Education The Story of An Experiment 1906-1956,* National Council of Education, Bengal, 11 March, 1992.

Mukherjee, Haridas and Mukherjee, Uma: *The Origins of The National Education Movement 1905-1910,* The National Council of Education, Bengal, Kolkata, 3rd Edition 2019.

Neog, M. (ed.): *Studies in the Early History of Assam,* Assam Sahitya Sabha, Guwahati, 1972.

Rahman, Mukhlesur: *Sculpture in the Varendra Research Museum: A Descriptive Catalogue,* Varendra Research Museum, Rajshahi, 1998.

Roy, S.C.: *The Story of My Times,* Calcutta, 1934.

Roychowdhury, Madhuparna: *Displaying India's Heritage: Archaeology and the Museum Movement in Colonial India,* Orient Blackswan, New Delhi, 2018.

Samanta, Amiya K.: *Left Extremist Movement in West Bengal: An Experiment in Armed Agrarian Struggle,* Firma KLM, Calcutta, 1984.

Sarkar, R.L. and P. Mahendra (eds): *Tea plantation workers in the Eastern Himalayas: a study on wages, employment and living standards,* Atma Ram and Sons, Delhi, 1986.

Sarkar, Sumit: *The Swadeshi Movement in Bengal,* Peoples Publishing House, Delhi, 1978.

----------------: *Modern India 1885-1947,* Macmillan India Limited, Delhi, 1983.

Sayed, Md. Abu: *Public Libraries in East Pakistan,* Green Book House, Dhaka, 1968.

Sen, Asit: *An Approach to Naxalbari, Institute of Scientific Thoughts',* Calcutta, 1980.

Sen, Sunil: *Agrarian Struggle in Bengal 1946-1947,* Peoples Publishing House, New Delhi, 1972.

Sivaramamurti, C.: *Directory of Museums in India,* Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs, New Delhi, 1959.

পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনঃ

বাংলা ও ইংরেজি-

অন্বয়, মালদা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।

অশনি, শিলিগুড়ি, জানুয়ারী, ১৯৮৫।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৬।

উত্তর দর্পণ, শারদীয়া সংখ্যা, একাদশ বর্ষ, জলপাইগুড়ি, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

উত্তরপ্রসঙ্গ: ক) বিশেষ কোচবিহার সংখ্যা, ১ম খন্ড, কোচবিহার, ২০১১।

খ) বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ২য় খন্ড, কোচবিহার, ২০১৬।

উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ (উত্তরবঙ্গের নাট্য বিষয়ের পত্রিকা), জানুয়ারী-মে, ২০০০।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ডিসেম্বর, ১৯৯২ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

কথা ও কলম, ('কথা ও কলম' নাট্যগোষ্ঠীর মুখপত্র), শিলিগুড়ি, ১৯৫৪।

কালিনী, রায়গঞ্জ, ১৯৮৪ ।

কিরাতভূমি: ক) জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, ২য় খন্ড, জলপাইগুড়ি, ১২৫ বর্ষপূর্তি সংখ্যা।

খ) নববর্ষ সংখ্যা, অলিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জলপাইগুড়ি, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

গ) শীত সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জলপাইগুড়ি, ১৯৯২।

কোচবিহার বার্তা, কোচবিহার, ১৯৬৭।

কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা:

ক) ৭৫ বর্ষ পূর্ত্তি স্মারক সংখ্যা (১৩২২-১৩৯৭), কোচবিহার সাহিত্য সভা, কোচবিহার, ১৯৯১ ।

খ) শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা (১৩২২-১৪২২), কোচবিহার, সাহিত্য সভা, কোচবিহার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

গ) শারদীয়া সংখ্যা, কোচবিহার সাহিত্য সভা, কোচবিহার, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

গৌড় মালদা সংবাদ, মালদা, ৭ মে, ১৯৯৪।

ডুয়ার্স সমাচার, শারদীয়া সংখ্যা, আলিপুরদুয়ার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

তিস্তাপক্ষ, আলিপুরদুয়ার, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

ত্রিকাল, ইসলামপুর, জুন-আগস্ট ১৯৮৫ সাল।

ত্রিবৃত্ত, শারদ সংকলন, কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

দধীচি, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ও শারদ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, বালুরঘাট, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

দেশ, ১৫ জুন, ১৯৮৫।

দৈনিক বসুমতী, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

নাট্যতীর্থ, (নাট্যচিন্তা বিষয়ক ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্রিকা), বালুরঘাট, নভেম্বর, ১৯৯৩।

নোনাই, রজতজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা, আলিপুরদুয়ার, ১৪০২।

পৌন্ড্রদর্পণ, পূজা সংখ্যা, তুফানগঞ্জ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

প্রচার, রায়গঞ্জ প্রিন্টিং প্রেস, রায়গঞ্জ, জানুয়ারী, ১৯৮৪।

প্রতিদিন, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯২।

প্রান্তর, পশ্চিম দিনাজপুর, জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

বনমহল, জলপাইগুড়ি, জুন, ১৯৮৪,

বসুমতী শারদীয়া, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

বিপাশা, রায়গঞ্জ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

বৈতানিক, শিলিগুড়ি, ৫ই জানুয়ারী, ২০০০।

মধুপর্ণী: ক) বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, একবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

খ) বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যুগ্ম জেলা সংখ্যা), পঞ্চবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

গ) বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, আগস্ট, ১৯৯০।

ঘ) বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, ত্রিংশ বর্ষ, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, নভেম্বর, ১৯৯৬।

মাটির ছোঁয়া: ক) আলিপুরদুয়ায়ার সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

খ) শারদ সংখ্যা, আলিপুরদুয়ার, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

মালদা খবর, মালদা, ২রা আগস্ট, ১৯৬৯।

মুক্তি, সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক সংকলক, আলিপুরদুয়ার, ১৫ই আগস্ট, ১৯৯১।

মৈত্রায়ণী, গবেষণাধর্মী ষান্মাষিক পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, রাজশাহী, অক্টোবর, ১৯৮৯।

রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিন, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, ২০১৮।

রায়ডাক, দেবীপূজা সংখ্যা, তুফানগঞ্জ, ২০১১।

রেনেসাঁ, নাট্য বিষয়ক পত্রিকা, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, নভেম্বর, ১৯৮৫।

শতবর্ষ স্মরণিকা'৮৮ (১৮৭৩-১৯৭৩), রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, ডিসেম্বর। ১৯৮৮।

সমকালের চোখে রূপান্তরের পথে, মালদা, জুন-জুলাই, ১৯৮৩।

হিন্দোল, শারদ সংকলন, রায়গঞ্জ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

হুল্লোড়, মালদা, ৮ মে, ১৯৬৯।

Carmichael College Journal, Vol. 2, N0. 1, Carmichael College, Rangpur, July, 2000.

The Rajashahi College Magazine, Vol. XXIX, No. I, February, 1939.

The Statesman, 30 October, 1986 and 9 May, 2000.

The Telegraph, 30 October, 2005.

অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিসঃ

বাংলা-

বর্মন, বিপ্লব কুমার: *উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চাঃ একটি অনুসন্ধান,* পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ২০১৭।

বর্মা, যুথিকা: *জাতি রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮), উত্তরবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি,* অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৭।

বসু, জীবনানন্দ: *জাতীয়তাবোধ, আঞ্চলিক গৌরব ও ইতিহাস সচেতনাতার প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় প্রত্ন সংগ্রহশালার ইতিহাস (১৭৮৪-২০০০ খ্রীঃ),* অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. সন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৬।

বিশ্বাস, সুনয়নী: *বালুরঘাটের শতাব্দী প্রাচীন নাট্যচর্চার সেকাল-একাল,* অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. সন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ২০১৯।

ইংরেজি-

Bhagabati, Tarun Chandra: *The Kamarupa Anusandhan Samity in Historical Perspectives (1912 A.D.- 1993 A.D.),* Unpublished Ph.D. Thesis, Department of History, University of North Bengal, Rajarammohanpur, Darjeeling, 2009.

Bhattacharyya, Malaysankar: *Nationalist Movement and Freedom Struggle in some selected areas of North Bengal (1857-1947),* Unpublished Ph.D. thesis, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, 1986.

Chattapadhyay, Indranil: *Quit India Movement in Northern Bengal: A Study of Social-Economic Perspective,* Unpublished Ph.D. thesis, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, 2009.

Ray, Dinesh Chandra: *Varendra Research Society: its vision and mission (1910 to 1963),* Unpublished Ph.D. Thesis, Department of History, University of North Bengal, Rajarammohanpur, Darjeeling, 2015.

Roy, Nirmal Chandra: *'The origin, growth and the decline of the Uttarkhanda Dal (1969-1987),* Unpublished Ph.D. Thesis, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, 2015.

Saha, Kartick: *The Demographic Profile of North Bengal in Colonial and Post-Colonial Period (1871-1991): A Study on Economic, Cultural and Political Changes,* Unpublished Ph.D. thesis, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, 2018.

Webliography:

https://www.darjeeling-tourism.com/darj_00001a.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Forest_Act,_1927

https://en.wikipedia.org/wiki/Varendra_Research_Museum

https://en.bharatpedia.org.in/wiki/Kamarupa_Anusandhan_Samiti

----